**বিশ্বব্যাংক**

তথ্যপত্র

# ২০০৫ অর্থ বছরের জন্য বিশ্বব্যাংক ফলাফল
## দক্ষিণ এশিয়া - বাংলাদেশ

বিশ্বব্যাংকের প্রাথমিক দায়িত্ব - দারিদ্র্য বিমোচন - সম্পাদন করা হয় এর সদস্য দেশসমূহের দরিদ্র লোকদের কল্যাণার্থে আর্থিক সহায়তা এবং কারিগরি বিশেষিত জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদানের মাধ্যমে। আইবিআরডি (ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ফর রিকনস্ট্রাকশান এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) হতে প্রাপ্ত ঋণ অথবা আইডিএ (ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এ্যাসোসিয়েশন)-এর অনুদান এবং ঋণের আকারে অর্থনৈতিক সহায়তা হতে পারে। বিশ্বব্যাংক গোষ্ঠীর এ দুটো শাখার মধ্যে আইবিআরডি আন্তর্জাতিক পুঁজি বাজার থেকে তহবিল সংগ্রহ করে থাকে এবং মধ্য-আয়ের উন্নয়নশীল দেশসমূহে ও আরও বেশী ঋণযোগ্য নিম্ন-আয়ের দেশসমূহে ঋণ প্রদান করে থাকে। আইডিএ সদস্য-জাতিসমূহের সরাসরি দান থেকে তহবিল সংগ্রহ করে ও বাণিজ্যিক শর্তে ঋণ গ্রহণে অপারগ উন্নয়নশীল দেশসমূহকে সহায়তা দান করে থাকে। আইডিএ অনুদান প্রদান করে এবং ৩৫ থেকে ৪০ বছরে পরিশোধ্য রেয়াতি, সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করে। আইডিএ বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর জন্য রেয়াতি তহবিলের সবচেয়ে বড় একক উৎস। শ্রীলঙ্কা ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার আর সব দেশের মত বাংলাদেশ আইডিএ-র অন্যতম ঋণগ্রহীতা।

বিশ্ব জুড়ে উন্নয়নশীল দেশসমূহে ২৭৯টি প্রকল্পে বিশ্বব্যাংকের নতুন ঋণদান ৩০ জুনে সমাপ্ত ২০০৫ অর্থ বছরে ২২.৩ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের দেশসমূহ দ্বারা ঋণগ্রহণের পরিমাণ ৫ বিলিয়ন ডলার, এটি দ্বিতীয় বৃহত্তম আঞ্চলিক অংশ, এবং মধ্য আমেরিকার দেশগুলোর ঋণকৃত ৫.২ বিলিয়ন ডলারের চাইতে একটু কম। ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ার জন্য ঋণের প্রতিশ্রুতি রয়েছে ৪.১ বিলিয়ন ডলারের; আফ্রিকা ৩.৯ বিলিয়ন; পূর্ব এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ২.৯ বিলিয়ন; এবং মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় ১.৩ বিলিয়ন। **২০০৫ অর্থ বছরে বাংলাদেশের জন্য মোট ৬০০ মিলিয়ন ডলারের আইডিএ সহায়তা অনুমোদিত হয়েছে, যা এ দেশটিকে ভারত ও ভিয়েতনামের পর আইডিএ গ্রহীতা তৃতীয় বৃহত্তম দেশে পরিণত করেছে।**

বাংলাদেশের ৬০০ মিলিয়ন ডলার বলতে বুঝায় মাথাপিছু ৪.৫ ডলার, এর লক্ষ্য হচ্ছে প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা দানের মাধ্যমে দরিদ্রদের সরাসরি ক্ষমতায়ন। বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিসম্পন্ন ও ৬ কোটি ৩০ লক্ষেরও বেশি দারিদ্রসীমায় জীবনযাপনকারী মানুষের দেশ বাংলাদেশ বিদ্যালয়সমূহে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় স্তরের শিক্ষায় লিঙ্গ সমতা সহ *সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ* অর্জনে সচেষ্ট রয়েছে। তবে, মাতৃস্বাস্থ্য, শিশুমৃত্যুর হার এবং পুষ্টির ক্ষেত্রে বড় বড় চ্যালেঞ্জ এখনো রয়ে গেছে। অবকাঠামোর ক্ষেত্রে জরুরি চাহিদা মেটানো, শক্তি খাত ও বন্দরসমূহে উন্নত পরিচালনা, এবং আরো ভাল বিনিয়োগ পরিবেশ - এ সবকিছুই উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য লাঘবের জন্য সর্বাধিক অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

অন্যান্য দাতাদের সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য ব্যাংকের সহায়তা স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে গভীরভাবে নিবদ্ধ এবং এর মধ্যে রয়েছে সামাজিক সেবাসমূহের আরো বেশি সহজপ্রাপ্যতার লক্ষ্যে কর্মরত বাংলাদেশের এনজিওগুলোর সাথেও সৃজনশীল অংশীদারিত্ব। আইডিএ'র সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ উন্নত

প্রশাসনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে আসছে। সেই সঙ্গে সরকারি সংগ্রহ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা, শক্তি অবকাঠামো এবং আর্থিক খাত (ছক ১) বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ অর্জনগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- ৫০,০০০ পরিবারে পল্লী সৌর শক্তি হোমসিস্টেম সরবরাহকরণ।
- ২৩,০০০টি কেন্দ্রে ৫ মিলিয়নেরও বেশি পরিবারকে পুষ্টি সেবা প্রদান।
- ৫০০টি গ্রামে কাঁচা রাস্তা, টিউবওয়েল, কালভার্ট এবং বিদ্যালয় ভবন মেরামত সহ কমিউনিটি অবকাঠামো সরবরাহ।
- ৯৮টি হাসপাতালে এইচআইভি-মুক্ত রক্ত সঞ্চালন কেন্দ্র স্থাপন।
- ৮টি গ্রামে ৫০০০-এরও বেশি পরিবারে পাইপের মাধ্যমে গৃহস্থালিতে ব্যবহার্য পানি সরবরাহের ব্যবস্থা স্থাপন।
- ৩০০০ গ্রামে আর্সেনিক-মুক্ত পানি সরবরাহের বিকল্প উৎস স্থাপন ।
- ২০০৪ সালের বন্যা পরিস্থিতিতে দ্রুত সাড়া প্রদান, ৪,০০,০০০-এরও বেশি পরিবারকে জীবিকা পুনর্বাসনে সহায়তা প্রদান।
- ২৫০০ কিলোমিটার গ্রামীন রাস্তা তৈরি করা হয়েছে যা গ্রামীণ খুচরা ব্যবসায়ীদের শহরের বাজারের সাথে সংযুক্ত করেছে।

ব্যাংক তার আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি, অর্থনৈতিক নীতি ও উন্নয়ন কার্যক্রমে সহায়তাদানের জন্য বিশ্লেষণধর্মী ও পরামর্শমূলক সেবাও প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশের সরকার ও অন্যান্য সংস্থাসমূহের সঙ্গে যৌথভাবে বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংক বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, যেমন:

- বাংলাদেশে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জন
- উন্নয়ন নীতি পর্যালোচনা
- কান্ট্রি ফ্রেমওয়ার্ক রিপোর্ট
- বিনিয়োগ পরিবেশ জরিপ
- বাংলাদেশে গৃহনির্মাণ অর্থসংস্থান সংস্কারসমূহ
- বাংলাদেশে এইচএনপি খাতের জন্য এনজিও কন্ট্রাক্টিং মূল্যায়ন
- প্রবৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতাপূর্ণতা বিশ্লেষণ

এছাড়াও, বিশ্বব্যাংক আর্থিক খাত, বাণিজ্য, মাল্টি-ফাইবার চুক্তি প্রত্যাহারের প্রভাব, স্বাস্থ্য খাত পরিচালন পদ্ধতি, শিক্ষার মান এবং পানি সম্পদ প্রভৃতির মতো ইস্যুগুলোতে সরকারকে নীতিপত্র সরবরাহ করে।

বিশ্বব্যাংক গোষ্ঠী উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তাদের নিজ নিজ জাতীয় সিস্টেমে সাহায্য সরবরাহ সুসমন্বিত ও বিন্যাস করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিশ্বব্যাংকের এ ধরনের সুসমন্বিতকরণের দৃষ্টান্তসমূহ হচ্ছে আফগানিস্তান ও ইরাকে পুনর্গঠন প্রয়াস, সুনামি পুনর্গঠন অংশীদারিত্ব, এবং অতি সম্প্রতি বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংক, এডিবি, জাপান ও ডিএফআইডি'র অংশীদারিত্বে গৃহীত জয়েন্ট কান্ট্রি এ্যাসিস্ট্যান্স স্ট্রাটেজি।

### ছক ১: অর্থ বছর অনুসারে বিশ্বব্যাংকের বর্তমানে সক্রিয় প্রকল্পসমূহ (অর্থের পরিমাণগুলো মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

| | | |
|---|---|---|
| ১৯৯৭ | ব্যক্তিগত খাতের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প* | ২৩৫.০ |
| ১৯৯৮ | আর্সেনিক-মুক্ত পানি সরবরাহ প্রকল্প | ৩২.৪ |
| | তৃতীয় সড়ক সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প | ২৭৩.০ |
| ১৯৯৯ | পৌর সেবা প্রকল্প* | ১৩৮.৬ |
| | চতুর্থ মৎস্যচাষ প্রকল্প* | ১৯.৮ |
| | আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ উন্নয়ন প্রকল্প | ৪৬.৯ |
| | ঢাকা নগর পরিবহণ প্রকল্প | ১১২.১ |
| | জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ | ৩.৭ |
| ২০০০ | এইচআইভি/এইডস নিবারণ প্রকল্প | ১৮.০ |
| | জাতীয় পুষ্টি কর্মসূচি | ৬৮.০ |
| | বায়ু মান ব্যবস্থাপনা প্রকল্প | ৪.৭ |
| | হরিপুর পাওয়ার প্রজেক্ট | ৬০.৯ |
| ২০০১ | স্বাক্ষরতা-পরবর্তী এবং চলমান শিক্ষা প্রকল্প* | ৫৩.৩ |
| | আইন সংক্রান্ত ও বিচার বিভাগীয় ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প | ৩০.৬ |
| | দারিদ্র্য বিমোচন ক্ষুদ্র ঋণ ২ প্রকল্প | ১৫১.০ |
| ২০০২ | ফিমেইল সেকন্ডারি স্কুল এ্যাসিস্ট্যান্স ২ প্রকল্প* | ১২০.৯ |
| | সরকারি সংগ্রহ সংস্কার প্রকল্প | ৪.৫ |
| | দরিদ্রতমদের জন্য আর্থিক সেবা প্রকল্প | ৫.০ |

| | | |
|---|---|---|
| | পল্লী বিদ্যুতায়ন এবং নবায়নযোগ্য শক্তি উন্নয়ন প্রকল্প | ১৯১.০ |
| | নবায়নযোগ্য শক্তি উন্নয়ন | ৮.২ |
| ২০০৩ | সামাজিক বিনিয়োগ কর্মসূচি | ১৮.০ |
| | টেলিযোগাযোগ কারিগরি সহায়তা | ৯.১ |
| | গ্রামীণ পরিবহণের উন্নতি সাধন প্রকল্প | ১৯০.০ |
| | কেন্দ্রীয় ব্যাংক শক্তিশালীকরণ প্রকল্প | ৩৭.০ |
| | উন্নয়ন সহায়ক ঋণ ১ | ৩০০.০ |
| ২০০৪ | প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি ২ | ১৫০.০ |
| | শক্তি খাত উন্নয়ন টিএ প্রকল্প | ১৫.৫ |
| | শিল্পোদ্যোগ বৃদ্ধি ও ব্যাংক আধুনিকীকরণ প্রকল্প | ২৫০.০ |
| | পানি সরবরাহ কর্মসূচি | ৪০.০ |
| | রিচিং আউট অব স্কুল চিল্ড্রেন প্রকল্প | ৫১.০ |
| | অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা কারিগরি সহায়তা কর্মসূচি | ২০.০ |
| ২০০৫ | স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাত কর্মসূচি | ৩০০.০ |
| | উন্নয়ন সহায়ক ঋণ ২ | ২০০.০ |
| | মাধ্যমিক শিক্ষা খাত সমন্বয় ১ | ১০০.০ |
| | বন্যা পুনর্বাসন* | ২০০.০ |

* অপ্রদত্ত তহবিল জরুরি বন্যা পুনর্বাসনে পুনর্বণ্টিত হয়েছে।

**জুলাই ২০০৫**

**যোগাযোগ:**
রেহনুমা আমিন (৮৮০২) ৮১৫-৯০১৫, এক্সট ৪১৩৬
ই-মেইল: **ramin1@worldbank.org**

বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংক সম্পর্কে আরো তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে **www.worldbank.org.bd** এবং **www.worldbank.org** দেখুন।